দৈনিক জনকণ্ঠ

97

তারিখ ... 23 NOV 1997 ...
পৃষ্ঠা: কলাম ...

মহিলারাই প্রাইমারী শিক্ষকতায় বেশি আগ্রহী

প্রাইমারী শিক্ষক এক প্রিয় পেশা

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। আর শিক্ষিত জাতি যিনি তৈরি করেন তিনি হলেন শিক্ষক। আদর্শ শিক্ষকের মর্যাদা সর্বত্রই।

এক সময় বলা হতো শিক্ষকতায় সম্মান আছে কিন্তু তেমন অর্থ নেই। এখন সময় বদলেছে, শিক্ষকতায় সম্মানের পাশাপাশি অর্থও রয়েছে। শিক্ষকতার পাশাপাশি টিউশনি করে অনেক শিক্ষকই মাসে পাঁচ থেকে পনের হাজার টাকা আয় করছেন। শিক্ষিত, সৃজনশীল ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির তরুণ-তরুণীদের জন্য বর্তমানে শিক্ষকতা একটি গ্রহণযোগ্য পেশা হয়ে উঠেছে।

বর্তমানে আমাদের দেশে পাঁচ স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক, স্নাতক-স্নাতকোত্তর। আমাদের এবারের প্রতিবেদন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়ে।

প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্র-শিক্ষকের অবস্থা

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশ শিক্ষা হ্যান্ডবুক এবং সংশ্লিষ্ট কয়েকটি সূত্রের তথ্যানুযায়ী ১৯৯২ সালে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার পর প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির হার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ৯০ সালে ছাত্রসংখ্যা ছিল সরকারী এবং বেসরকারী স্কুল মিলিয়ে ১ কোটি ২ লাখ। শিক্ষক ছিল ১ লাখ ৮৯ হাজার ৫শ' ৮ জন। '৯৬ সালে ছাত্র সংখ্যা প্রায় দেড়গুণ বৃদ্ধি পায়। ছাত্র সংখ্যা দাঁড়ায় ১ কোটি ৭৫ লাখ ৮০ হাজার ৪শ' ১৬ জন। শিক্ষক দাঁড়ায় ৩ লাখ ৮শ' ৩ জনে।

'৯০ সালে সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৭ হাজার ৬শ' ৫৫টি এবং ৬ হাজার ২শ' ৬১টি। '৯৬ সালে সরকারী স্কুলের সংখ্যা ৬৫টি বেড়ে দাঁড়ায় ৩৭ হাজার ৭শ' ১০টি এবং বেসরকারী স্কুলের সংখ্যা হয় ১৭ হাজার ১শ' ৫১টি। বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় তিনগুণ।

প্রশিক্ষণ ঃ নিয়োগের পূর্বে এবং পরে

এমএড, বিএড অথবা পিটিআই ট্রেনিং গ্রহণকারীরা চাকরির নিয়োগে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন। নিয়োগের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষার পর এসব ট্রেনিং এর কারণে আপনি অগ্রাধিকার পাবেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, বর্তমানে চাকরিরত প্রশিক্ষণবিহীন সরকারী বেসরকারী বিদ্যালয়ের ৫০ শতাংশ শিক্ষকের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের জন্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ, গুণগতমানোন্নয়নে দেশের ৪৮১টি থানায় "থানা প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কেন্দ্র" স্থাপন করা হবে। প্রতিটি কেন্দ্রে লোকবল থাকবে ৪ জন। একজন হবেন ফুল টাইম প্রশিক্ষক। একজন একাডেমিক সুপারভাইজার। একজন ডাটা এন্ট্রিকারক ও একজন গার্ড। থানা প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কেন্দ্রে স্থানীয়ভাবে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। নিয়োগ পরবর্তী প্রশিক্ষণ আপনার দ্রুত পদোন্নতিতে সহায়ক হবে।

কিভাবে নিয়োগ দেয়া হয়?

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে মহিলাদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগসহ এসএসসি এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম একটিতে দ্বিতীয় বিভাগসহ স্নাতক ডিগ্রী চাওয়া হয়। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করে, বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এ সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। আপনি পত্রিকার বিজ্ঞাপনের আলোকে পড়াশুনা করে লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেন। আপনার লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মৌখিক পরীক্ষার জন্য শর্তসাপেক্ষে সাময়িকভাবে আপনাকে নির্বাচন করা হবে।

শর্তগুলো হলো ঃ এই ফল সাময়িক (প্রভিশনাল) হিসাবে গণ্য হবে। এই ফল দ্বারা আপনার কেবল মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ থাকবে। তবে এটা সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের নিশ্চয়তা প্রদান করবে না। আপনার লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর পরবর্তীতে একত্রে যোগ করে নিয়োগ বিধির কোটানীতি ও মেধা অনুসরণ পূর্বক নিয়োগের জন্য চূড়ান্তভাবে আপনাকে নির্বাচন করা হবে। মৌখিক পরীক্ষার স্থান, তারিখ ও সময় পরবর্তীতে আপনাকে জানানো হবে। সব শেষে মৌখিক পরীক্ষায় নির্বাচিত হলে জেলা ভিত্তিক রোল নম্বরের ক্রমানুসারে আপনার ফল প্রকাশ করা হবে।

প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে আপনার পিটিআই ট্রেনিং থাকলে শুরুতেই সদ্য ঘোষিত পে-স্কেল অনুসারে ১৮শ' ৭৫ টাকার স্কেল পাবেন। বেতন বৃদ্ধির শেষ পর্যায়ে আপনার এ স্কেল বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬শ' ৫ টাকায় দাঁড়াবে। পিটিআই ট্রেনিং না থাকলে চাকরির শুরুতেই ১৬শ' ২৫ টাকার স্কেল পাবেন। এবং শেষ পর্যায়ে আপনার স্কেল দাঁড়াবে ২৯শ' ৫ টাকায়। যে কারণে আজকাল অনেক শিক্ষকই চাকরিতে প্রবেশকালীন সময়ে পিটিআই ট্রেনিং না থাকলে পরে পিটিআই ট্রেনিং গ্রহণ করেন। এক বছরের মধ্যে শেষ হবে আপনার পিটিআই ট্রেনিং।

মানুষ গড়ার কারিগর

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে হয়ত আপনার জীবনে প্রাচুর্য আসবে না। তবে অসংখ্য কোমলমতি শিশু-কিশোরকে আপনি শিক্ষা জীবনে প্রথম পাঠ দেয়ার সুযোগ পাবেন। বৃদ্ধ বয়সে আপনি যখন দেখবেন আপনার হাতে গড়া শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত, কেউবা আবার বিখ্যাত হয়ে গেছে, তখন আপনি যে সুখ পাবেন, এ ধরনের সুখ অন্য কোন পেশায় থেকে পাবেন না। একজন শিক্ষকের জীবনে এটিই পরম পাওয়া, চরম সার্থকতা। তাই শুধু অর্থের পিছনে না ছুটে আপনিও মানুষ গড়ার কারিগর হতে পারেন।

আহমেদ সুমন